॥ ৮ ॥ স্মৃতির স্বরূপ ও বিশ্লেষণ অথবা স্মৃতির বিভিন্ন উপাদান (Nature and analysis of Memory or The Factors of Memory)

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা নানা বিষয় প্রত্যক্ষ করি। এদের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় মনের মধ্যে কোন দাগ না রেখেই সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার সব কিছুই মনের উপর সমান ভাবে রেখাপাত করে না। প্রত্যক্ষের কতকগুলি বিষয় প্রত্যক্ষরূপের অন্তর্ধানের পর আমাদের মনের মধ্যে রেখাপাত করে কতকগুলি চিহ্ন (trace) রেখে যায়। এসব চিহ্ন মনের আসংজ্ঞান স্তরে (pre-conscious) জমা থাকে

এবং ভবিষ্যতে অভিভাবনের (suggestion) ফলে প্রতিরূপ বা মানসছবির আকারে চেতনলোকে পুনরুজ্জীবিত হয়। অতীত অভিজ্ঞতার যে সব চিহ্ন মনের আসংজ্ঞানে সংরক্ষিত থাকে, তাদের আসল রূপ ও পরম্পরার কোন পরিবর্তন না করে অবিকল সেই রকম একটি প্রতিরূপের মাধ্যমে তাদের পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতাকে স্মৃতি (Memory) বলে এবং এই প্রক্রিয়াকে বলে স্মরণক্রিয়া (Recalling)। যেমন—কবিতা মুখস্থ করা এবং যেমন ভাবে কবিতাটি ছিল তেমন ভাবে তাকে মনে রাখার নাম স্মৃতি, আর পরে কোন সময়ে সেই কবিতাকে যেমন ভাবে মুখস্থ করা হয়েছিল তেমনভাবে আবৃত্তি করার নাম স্মরণক্রিয়া।

স্মৃতি কাকে বলে

'স্মৃতি' পদটি সাধারণতঃ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, স্মৃতি বলতে 'সংরক্ষণ' (Retention) অর্থাৎ ধারণ করা এবং দ্বিতীয়তঃ 'পুনরুজ্জীবন' অর্থাৎ 'পুনরুদ্রেক' (Reproduction অথবা Recall) বোঝায়। যেমন—শিক্ষার্থী তার পাঠ্যবিষয় বার বার পাঠ করে তাকে মনের মধ্যে সংরক্ষণ করে বা ধরে রাখে এবং অধ্যাপক যখন ওই বিষয়ে প্রশ্ন করেন তখন শিক্ষার্থী উত্তর দেবার জন্য সেই সংরক্ষিত বিষয়টির পুনরুদ্রেক করে। প্রশ্ন করা যেতে পারে—স্মৃতি বলতে ঠিক কি বুঝবো? এর উত্তরে মনোবিদ স্টাউট (Stout) বলেছেন, পুনরুদ্রেক বা পুনরুজ্জীবন অর্থেই 'স্মৃতি' কথাটিকে ব্যবহার করা উচিত। অবশ্য পুনরুদ্রেক করতে হলেই পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে মনের মধ্যে সংরক্ষণ করতে হবে। স্টাউট বলেছেন, "সময় সময় 'স্মৃতি' কথাটিকে 'ধৃতি' বা 'ধারণ করা' কথাটির সমার্থক মনে করা হয়। স্মৃতি কথাটির এ ধরনের প্রয়োগ অসুবিধাজনক। যথাযথ পুনরুদ্রেক অর্থেই 'স্মৃতি' কথাটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা ভাল।" সুতরাং, **অতীত অভিজ্ঞতাকে অবিকল সেই রকম প্রতিরূপের আকারে পুনরুজ্জীবিত বা পুনরুদ্রিক্ত করাকেই স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া বলে।**

স্মৃতির বিভিন্ন উপাদান বা অঙ্গ: স্মৃতি বলতে যেমন 'মনে রাখা' বোঝায়, তেমনই 'মনে করা' বা 'স্মরণ করা'ও বোঝায়। 'মনে রাখা' বলতে অতীত অভিজ্ঞতার 'সংরক্ষণ' এবং 'মনে করা' বলতে অতীত অভিজ্ঞতার 'পুনরুদ্রেক' বা 'পুনরুজ্জীবন' বোঝায়। কিন্তু সংরক্ষণ ও পুনরুদ্রেক স্মৃতির দুটি প্রধান অঙ্গ বা উপাদান হলেও এ দুটিই একমাত্র উপাদান নয়। স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করলে যেসব অঙ্গ বা উপাদান পাওয়া যায় তা হল—(১) অভিজ্ঞতা লাভ ও শিক্ষণ (Acquisition and Learning), (২) সংরক্ষণ (Retention), (৩) পুনরুদ্রেক বা পুনরুজ্জীবন (Recall or Reproduction), (৪) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition), (৫) স্থান-কাল নির্দেশ (Localisation) এবং (৬) ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা (Personal identity)। এবার এই উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) অভিজ্ঞতা লাভ ও শিক্ষণ (Acquisition and Learning): মনোবিদ উড্‌ওয়ার্থ (Woodworth) শিক্ষণকে স্মৃতির প্রথম সোপান বলে বর্ণনা করেছেন। কোন কিছু মনে করতে হলে তা পূর্বে নিশ্চয় কোথাও দেখতে হবে অথবা শুনতে হবে অথবা শিক্ষা করতে হবে। যার সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই নেই, যা আদৌ শিক্ষা করা হয়নি, তার সম্পর্কে স্মৃতি সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি কখনই শান্তিনিকেতন দেখে নি এবং এর কথাও শোনে নি, তার পক্ষে শান্তিনিকেতনের স্মৃতি বলে কোন কিছু থাকতে পারে না। শিক্ষা

হল স্মৃতির পূর্ববর্তী শর্ত এবং শিক্ষা যথার্থ হয়েছে কিনা তা স্মৃতির সাহায্যে যাচাই করা হয়। কোন পাঠ শেখা হয়েছে কিনা তা বোঝা যাবে ওই পাঠটি এখন যথাযথভাবে মনে করতে পারছি কিনা।

কিছুসংখ্যক মনোবিদ শিক্ষণকে স্মৃতির কোন উপাদান বলে স্বীকার করেন না। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, অনুভূতি ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষণ নিষ্পন্ন হয়। পূর্ববর্তী শিক্ষা ছাড়া স্মৃতি সম্ভব নয় এই যুক্তিতে শিক্ষণকে স্মৃতির একটি অঙ্গ বলে গণ্য করলে একই যুক্তিতে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ইত্যাদিকেও স্মৃতির অঙ্গ বলে গণ্য করতে হয়, কেননা এদের বাদ দিয়ে স্মৃতি সম্ভব নয়।

কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা একথা বলতে পারি, শিক্ষা এবং মনে রাখা— এ দুটি প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলে। সেজন্য, শিক্ষণকে স্মৃতির একটি অঙ্গ বা উপাদান বলে স্বীকার করাই ভাল।

(২) সংরক্ষণ বা ধারণ (Retention): আমরা যা কিছু শিখেছি তার সব কিছুই যে আমরা মনে করতে পারি তা নয়। স্মৃতির জন্য শিক্ষণ প্রয়োজনীয় হলেও শিক্ষণ মাত্রেই স্মৃতি নয়। সংবেদন, প্রত্যক্ষণ , শিক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমেই আমাদের মন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করে। এসবের মাধ্যমে যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করি, তা যদি সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে যাই তাহলে আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলিকে মনের মধ্যে ধরে না রাখতে পারলে শিক্ষণের কোন মূল্যই থাকে না। অভিজ্ঞতাগুলিকে মনের মধ্যে ধরে রাখার শক্তিকেই 'সংরক্ষণ' বলা হয়। প্রত্যক্ষের বিষয়গুলি আমাদের

চেতনার উপর রেখাপাত করে। এসব রেখা মনের আসংজ্ঞান স্তরে স্মৃতিচিহ্নের আকারে সংরক্ষিত হয়। স্মরণ করার সময় আমরা এসব স্মৃতিচিহ্নকে প্রতিরূপের আকারে পুনরুজ্জীবিত করি। যেসব বিষয় শিক্ষা করা হয়েছে তা যদি মনের মধ্যে সংরক্ষিত না হয়, তবে ভবিষ্যতে সেগুলিকে স্মরণ করা একেবারেই সম্ভব হবে না। সুতরাং, 'সংরক্ষণ' হল স্মৃতির দ্বিতীয় উপাদান বা অঙ্গ।

(৩) পুনরুদ্রেক বা পুনরুজ্জীবন (Recall or Reproduction): শেখা বিষয়গুলিকে মনের মধ্যে কেবল সংরক্ষণ করলেই হবে না ওইসব সংরক্ষিত বিষয়ের যথাযথ পুনরুদ্রেকও প্রয়োজন, নতুবা তাকে স্মৃতি রলা চলবে না। মনে রাখাই সব নয়। যা মনে রাখা হয়েছে তাকে যথাযথ ভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারা স্মৃতির একটি প্রধান অঙ্গ। আসংজ্ঞান স্তরে সংরক্ষিত অতীত অভিজ্ঞতার চিহ্নগুলিকে তাদের রূপ ও পরম্পরার কোন ব্যতিক্রম না করে অবিকল সেইভাবে প্রতিরূপের মাধ্যমে চেতনলোকে তুলে আনার নামই পুনরুদ্রেক বা পুনরুজ্জীবন। কোন উদ্দীপক কিংবা অভিভাবন (suggestion) কিংবা কোন সংকেতের (cue) সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব হয়। সুতরাং, পুনরুদ্রেক হল স্মৃতির তৃতীয় উপাদান বা অঙ্গ। বাস্তবিক পক্ষে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্রেক এই দুটিই স্মৃতির উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান।

(৪) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition): পুনরুদ্রেকই স্মৃতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। সংরক্ষিত অভিজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত করলেই তা পূর্ণাঙ্গ স্মৃতি হবে না। প্রতিরূপের মাধ্যমে যে ঘটনা চেতনলোকে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে তা যে স্মরণকর্তারই অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ, এই জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ, পুনরুজ্জীবিত প্রতিরূপকে আমারই অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বলে চিনে নিতে পারা চাই। একেই বলে 'প্রত্যভিজ্ঞা'। অনেক সময় আমরা কোন বিষয়ের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু এটি যে আমারই অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ, সেভাবে চিনে নিতে পারি না। এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণক্রিয়া পূর্ণাঙ্গ হল না। প্রত্যভিজ্ঞা হল একটি পরিচিতির বোধ, যা না থাকলে স্মরণক্রিয়াকে সফল স্মরণ বলা যাবে না। সুতরাং, প্রত্যভিজ্ঞা হল স্মৃতির চতুর্থ উপাদান।

(৫) স্থান-কাল নির্দেশ (Localisation): স্মৃতির অপর একটি উপাদান হিসাবে অনেকে 'স্থান-কাল নির্দেশের' কথা উল্লেখ করেন। বস্তুতঃ, প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যেই প্রতিরূপের স্থান-কাল নির্দেশ থাকে। যে বিষয়ের প্রতিরূপ এখন স্মরণপথে এসেছে, তা বাস্তবে কোথায় ও কখন প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল, তা বুঝতে না পারলে প্রতিরূপটিকে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বলে চিনতে পারা যাবে না। "পাখিসব করে রব, রাতি পোহাইল" কবিতাটির কথা যখন মনে পড়ে তখন সেই সঙ্গেই মনে পড়ে কবে এবং কোন্ বইয়ে এই কবিতাটি আমরা পড়েছিলাম। তখনই আমরা একে পূর্বে অধীত কবিতার স্মৃতি বলে চিনে নিতে পারি।

(৬) **ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা** (Personal identity) : স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া আমাদের ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে আশ্রয় করে সম্ভব হয়। সেজন্য ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে স্মৃতির একটি উপাদান বা অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করা হয়। স্থান-কাল নির্দেশ করতে গেলেই ব্যক্তিত্বের অভিন্নতার বোধ বা ব্যক্তিগত অভিন্নতার বোধ থাকা একান্ত প্রয়োজন। যে আমি শৈশবে কবিতাটি মুখস্থ করেছিলাম সেই আমিই দীর্ঘকাল পরে আজ কবিতাটি স্মরণ করছি—এই ধরনের একটা বোধ থাকতে হবে। যদিও একে অনেকেই স্মৃতির কোন উপাদান বলে স্বীকার করেন না, তবু এ ধরনের ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাবোধ ছাড়া স্মৃতির ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

যদি স্থান-কাল নির্দেশ ও ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে প্রত্যভিজ্ঞার অন্তর্গত বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে স্মৃতির উপাদান হবে চারটি, যথা—শিক্ষণ, সংরক্ষণ, পুনরুদ্রেক ও প্রত্যভিজ্ঞা। আবার, যেহেতু শিক্ষণকে অনেকে স্মৃতির উপাদান বলে স্বীকার করেন না সেইহেতু একথাও বলা যায় যে, সংরক্ষণ, পুনরুদ্রেক এবং প্রত্যভিজ্ঞা এই তিনটিই স্মৃতির প্রধান উপাদান বা অঙ্গ।

যদিও স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে বিভিন্ন উপাদান দেখতে পাওয়া যায়, তবু স্মৃতি এসব উপাদানের সমষ্টিমাত্র নয়। স্মৃতি হল এসব উপাদানের মিথস্ক্রিয়া অর্থাৎ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। স্মৃতির সংজ্ঞা হিসাবে অতীতের অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক বললেও স্মৃতি-প্রতিরূপ অতীতের অভিজ্ঞতার হুবহু নকল নয়। স্মৃতি-প্রতিরূপের মধ্যে কমবেশী নতুনত্ব থাকে। আমাদের মনোভাব (attitude) এবং আবেগের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে অতীত অভিজ্ঞতাগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়। যদি আমরা মনে করি, অতীত অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি তাদের যথাযথ

রূপে মনের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে এবং ঠিক সেইভাবে তারা পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহলে ভুল করা হবে। আমাদের স্বভাবের দ্বারা অতীত অভিজ্ঞতাগুলি নতুন করে বিন্যস্ত হয় এবং এর ফলে স্মৃতিতে আমরা যা পাই তা অল্পবিস্তর নতুন একটি অভিজ্ঞতা।[৬]

॥ ৯ ॥ সংরক্ষণের সমস্যা (Problem of Retention)

স্মৃতির প্রধান সমস্যা হল সংরক্ষণের সমস্যা। অতীত অভিজ্ঞতাগুলি কিভাবে সংরক্ষিত হয় এবং কোথায় সংরক্ষিত হয়? অতীত অভিজ্ঞতা যে সংরক্ষিত হয় তা আমরা আমাদের স্মরণক্রিয়াতেই জানতে পারি। সংরক্ষিত না হলে অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে স্মরণ করা যেত না। প্রথম দৃষ্টিতে অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণকে সহজ বলে মনে হয়। আমাদের চারিদিকের জগতে যেসব বস্তু দেখি, তারা সকলেই কোন না কোন স্থানে থাকে। আমরা যখন বলি, চেয়ারটি আছে, তখন আমরা একথাই বলতে চাই, চেয়ারটি বৈঠকখানায় আছে। ঠিক সেইভাবে আমরা মনে করি, আমাদের 'মন'ও ঘরের মতো একটি স্থান (space) এবং অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি এই ঘরের মধ্যে থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিরূপগুলি প্রতিরূপ হিসাবে মনের মধ্যে জমা থাকে না। যেমন—বরফ ঠাণ্ডা, কিন্তু বরফের প্রতিরূপটি ঠাণ্ডা নয়। একটি সাত ফুট লম্বা খাটের প্রতিরূপও সাত ফুট লম্বা নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বাইরের বস্তু বাইরে যেমন আছে তেমন ভাবেই মনের মধ্যে প্রবেশ করে না। কিন্তু বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে আমাদের যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সবটা না হলেও কিছুটা অন্ততঃ আমাদের

মনে থাকে। সুতরাং, অতীত অভিজ্ঞতা যে সংরক্ষিত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতাগুলি কোন্ আকারে সংরক্ষিত হয় এবং কোথায় সংরক্ষিত হয়? সংরক্ষণ কি শারীরিক ব্যাপার, না মানস? এ প্রশ্নের উত্তরে দুটি মতবাদ প্রচারিত হয়েছে যথা— (১) শারীরবৃত্তীয় মতবাদ এবং (২) মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ।

(১) শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (Physiological theory of Retention): মিল (Mill), কার্পেণ্টার (Carpenter), জেম্‌স্ (James), ওয়াটসন (Watson) প্রমুখ মনোবিদগণ শারীরবিদ্যার, বিশেষ করে স্নায়ুবিজ্ঞানের (Neurology) দৃষ্টিকোণ থেকে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে, বিশেষ করে গুরুমস্তিষ্কে (cerebrum) একটা অল্পবিস্তর স্থায়ী পরিবর্তন ঘটায় এবং এই পরিবর্তনের জন্যই অতীত অভিজ্ঞতার একটা রেশ সংরক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু মস্তিষ্কের এই পরিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে মিল ও কার্পেণ্টার এক ধরনের প্রকল্প দিয়েছেন, জেম্‌স্ আবার ভিন্ন একটি প্রকল্প প্রচার করেছেন।

গুরুমস্তিষ্কে সংরক্ষণ হয়

মিল এবং কার্পেন্টারের মতে, আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন প্রত্যক্ষের ফলে আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে কম্পন (vibration) শুরু হয়। প্রত্যক্ষবস্তুর তিরোভাবের পরও এই কম্পন মৃদুভাবে চলতে থাকে। প্রত্যক্ষবস্তুটির পুনরায় আবির্ভাব ঘটলে মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর যে কম্পন মৃদুতালে চলছিল তা পুনরুদ্দীপিত হয়। এর ফলে অতীত প্রত্যক্ষের স্মৃতি জেগে ওঠে। সুতরাং, মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে প্রত্যক্ষবস্তুজাত এক প্রকার কম্পনের মাধ্যমে অতীত অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত হয়। সংরক্ষণ সম্পর্কে এই মতবাদ 'স্থায়ী অচেতন মস্তিষ্কক্রিয়া সম্পর্কীয় মতবাদ' (Theory of permanent unconscious cerebration) নামে অভিহিত হয়েছে।

মিল ও কার্পেন্টারের মতবাদ

কিন্তু জেম্‌স্ (James) এ ধরনের কোন কম্পনের কথা স্বীকার করেন না। জেম্‌সের মতে মন ও চেতনা সমার্থক শব্দ, যেহেতু মন ও চেতনা সমব্যাপক। কাজেই, যা চেতনার বাইরে চলে গিয়েছে, তা মনেরও বাইরে চলে গিয়েছে। প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু মনের অচেতনলোকে চলে গিয়েছে, একথার কোন মানেই হয় না। কোন অভিজ্ঞতা যখন চেতনলোক থেকে অন্তর্হিত হয়, তখন তা মনের মধ্যে কোথাও তার চিহ্ন রেখে যায় না। তা মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশে তার প্রভাব হিসাবে একটি স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করে দিয়ে যায়। প্রত্যক্ষকালে মস্তিষ্কের যে বিশেষ অংশটি সক্রিয় হয়, প্রত্যক্ষের ফলে মস্তিষ্কের সেই অংশটিতে পরিবর্তন সাধিত হয়। মস্তিষ্কের এই পরিবর্তন অর্থে বোঝায় মস্তিষ্কে নতুন ও সংক্ষিপ্ত স্নায়ুপথের সৃষ্টি। এরই মাধ্যমে অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ হয়। জেম্‌সের এই মতবাদ 'মস্তিষ্কের স্থায়ী পরিবর্তন সম্পর্কীয় মতবাদ' (Theory of permanent cerebral modification) নামে অভিহিত।

জেম্‌সের মতবাদ

সংরক্ষণের ব্যাখ্যায় ওয়াটসন বলেন আগে থেকে হাত, বাক্‌যন্ত্র অথবা আন্তরযন্ত্র (viscera) যে সংগঠন গড়ে তুলেছিল তার পুনঃপ্রকাশই স্মৃতি।

সমালোচনা : শারীরবৃত্তীয় মতবাদগুলি সংরক্ষণ সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধান দিতে পারেনি। যদি অভিজ্ঞতাগুলি সত্য সত্যই মন থেকে বাইরে চলে যায় অর্থাৎ মনের মধ্যে কোন কোথাও সংরক্ষিত না হয়, এবং স্মরণ করার সময় ওইসব অভিজ্ঞতা মনের বাইরে থেকে এসে মনের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করে, তাহলে বিজ্ঞানের একটি মূলসূত্রকে অগ্রাহ্য করা হবে। বিজ্ঞানে বলা হয়, শূন্য থেকে কোন কিছুর আবির্ভাব হতে পারে না। কাজেই, অভিজ্ঞতাগুলি যদি মনের মধ্যে সংরক্ষিত না হয়ে থাকে, তাহলে মনের মধ্যে সেই অভিজ্ঞতাগুলির পুনরাবির্ভাব হয় কি করে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর শারীরবৃত্তীয় মতবাদে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, মস্তিষ্ক একটি জড়বস্তু। মস্তিষ্কের পরিসর সীমাবদ্ধ। অভিজ্ঞতা যদি মস্তিষ্কের মধ্যে সংরক্ষিত হয়, তবে একটি ব্যক্তির জীবদ্দশায় যত অভিজ্ঞতা হয় তাদের সকলের সংরক্ষণ ক্ষুদ্র-পরিসর মস্তিষ্কের মধ্যে হওয়া একান্তই অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে কম্পন কিংবা মস্তিষ্কের কোন অংশে স্থায়ী পরিবর্তন যাই হোক না কেন, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে গুণগত পার্থক্য একই ধরনের কম্পনের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না। কম্পন মৃদু কিংবা তীব্র হতে পারে, অর্থাৎ বিভিন্ন কম্পনের মধ্যে

একমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য থাকতে পারে। পরিমাণের দিক থেকে পৃথক পৃথক কম্পনের দ্বারা বিভিন্ন জাতের অভিজ্ঞতার পারস্পরিক পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যায় না।

চতুর্থতঃ, জেম্‌স্‌ যে বলেছেন, মস্তিষ্কে স্মৃতিরেখা অঙ্কিত হয়ে যায় অর্থাৎ মস্তিষ্কের কোন অংশে নতুন ও সংক্ষিপ্ত স্নায়ুপথের সৃষ্টি হয়, তা পরীক্ষণের দ্বারা সমর্থিত হয়নি।

পঞ্চমতঃ, মিল ও কার্পেণ্টার সংরক্ষণকে 'অচেতন মস্তিষ্কক্রিয়া' বলেছেন। এ কথার দ্বারা তাঁরা কি বলতে চাচ্ছেন যে, চেতন-মস্তিষ্কক্রিয়ার অস্তিত্ব আছে? মস্তিষ্কক্রিয়া কখনই চেতন নয়, কিংবা চেতন হতেও পারে না।

ষষ্টতঃ, একথা ঠিক যে, সংরক্ষণের সাথে মস্তিষ্কের যোগ আছে। কিন্তু তাই বলে সংরক্ষণের মানসরূপকে অবহেলা করা উচিত নয়। শারীরবৃত্তীয় মতবাদে সংরক্ষণের মানসরূপকে উপেক্ষা করা হয়েছে। স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া একটি মানসিক প্রক্রিয়া। সুতরাং, দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা কখনও সন্তোষজনক হতে পারে না। মনের সাহায্যেই মানসিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত।

সপ্তমতঃ, চেষ্টিতবাদি (Behaviourist) ওয়াটসনের অভিমতও সন্তোষজনক নয়। আগে থেকেই হাত, বাক্‌যন্ত্র অথবা আন্তরযন্ত্রের যে সংগঠন গড়ে উঠেছে, তার পুনঃপ্রকাশের হেতু কি, তার কোন ব্যাখ্যা ওয়াটসন দেননি।

এসব কারণে মনোবিদগণ শারীরবৃত্তীয় মতবাদ পরিত্যাগ করে সংরক্ষণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন।

(২) মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ (Psychological theory of Retention) : এ মতবাদ অনুসারে মন ও চেতনা সমব্যাপক নয়। চেতনা অপেক্ষা মন অনেক বেশী ব্যাপক। যতক্ষণ প্রত্যক্ষের বিষয় আমাদের সম্মুখে থাকে, ততক্ষণ তা আমাদের চেতনলোকে অবস্থান করে। প্রত্যক্ষের বিষয়টির তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি আমাদের মনের চেতনলোক থেকে অন্তর্ধান করছে ঠিকই, কিন্তু তা মনেরই অচেতন লোকে একটি চিহ্ন (trace) বা প্রবণতা (disposition) হিসাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এই চিহ্নগুলিই অভিভাবনের (suggestion) সাহায্যে স্মৃতি-প্রতিরূপের মাধ্যমে মনের চেতনলোকে পুনঃপ্রকাশিত হয়। মনের চেতনলোকের তলে একটি আসংজ্ঞান (pre-conscious) স্তর কল্পনা করে না নিলে স্মৃতির সম্যক ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব নয়। এই আসংজ্ঞানলোক সম্পূর্ণরূপে চেতনাহীন নয়, এখানে চেতনা থাকে সুপ্তাবস্থায়। কাজেই, প্রত্যক্ষরূপের যে প্রতিরূপ মনের আসংজ্ঞান স্তরে সংরক্ষিত থাকে তা প্রয়োজন হলে পুনরায় সংজ্ঞানে অর্থাৎ চেতনলোকে উঠে আসতে পারে।

এই মতবাদকেই সংরক্ষণ সম্পর্কে সন্তোষজনক মতবাদ বলে স্বীকার করা হয়।

মন্তব্য : আধুনিক অনেক মনোবিদ সংরক্ষণের ব্যাখ্যা হিসাবে শারীরবৃত্তীয় মতবাদেরই পক্ষপাতী। কেননা এটিই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীমূলক। আধুনিক মনোবিদগণ বলেন যে, অতীত অভিজ্ঞতাসমূহ আমাদের মস্তিষ্কে কোন চিহ্ন রেখে যায়। কিন্তু কোন্ ধরনের চিহ্ন রেখে যায়, অর্থাৎ চিহ্নগুলির স্বরূপ কি তা এখনও নির্ধারণ করা যায়নি। উড্‌ওয়ার্থ-ও এই ধরনের চিহ্নকেই বিজ্ঞানসম্মত প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। তাঁর মতে প্রত্যক্ষের দরুন কিংবা বারংবার অভ্যাসের দরুন মস্তিষ্কের মধ্যে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এইসব পরিবর্তন অতি সূক্ষ্ম এবং অণুবীক্ষণেরও

আওতার বহির্ভূত। মস্তিষ্কের যে পরিবর্তনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতাগুলি সংরক্ষিত হয় উড্‌ওয়ার্থ তাকে 'স্মৃতিচিহ্ন' (memory trace) বলেছেন। স্মৃতিচিহ্নের স্বরূপ সম্পর্কে আমরা এখনও বিশেষ কিছু জানি না। তা সত্ত্বেও মস্তিষ্কে এই ধরনের চিহ্নের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবার অধিকার আমাদের আছে। প্রতিটি প্রত্যক্ষ বস্তুই আমাদের মস্তিষ্কে কোন না কোন সূক্ষ্ম পরিবর্তন রেখে যায় এবং এই পরিবর্তন কিছু সময় ধরে টিকে থাকে। এরই ফলে অতীত অভিজ্ঞতা পুনরায় স্মরণ করা সম্ভব হয়।[৭] আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানও একথা সমর্থন করে। কৃত্রিম বৈদ্যুতিক উদ্দীপকের দ্বারা মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করে দেখা গিয়েছে যে, স্মৃতিচিহ্নগুলি গুরুমস্তিষ্কের নিম্নকপাল অঞ্চলে (temporalobe) সংরক্ষিত থাকে। তড়িদ্‌দ্বারের (electrode) সাহায্যে মস্তিষ্কের নিম্নকপাল অঞ্চলকে উদ্দীপিত করার ফলে ব্যক্তি তার বহু পুরাতন অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারছে দেখা যায়। স্নায়ুবিজ্ঞানের আরও উন্নতি হলে এইসব স্মৃতিচিহ্নের স্বরূপ ও গঠন সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য পাবার সম্ভাবনা আছে।

॥ ১০ ॥ পুনরুদ্রেক বা পুনরুজ্জীবন (Problem of Recall or Reproduction)

অতীত অভিজ্ঞতাসমূহকে প্রতিরূপের মধ্য দিয়ে চেতনলোকে পুনরুত্থাপিত করার প্রক্রিয়াকে 'পুনরুদ্রেক' বা 'পুনরুজ্জীবন' বলে। স্মৃতি বলতে অতীত অভিজ্ঞতার কেবল সংরক্ষণই নয়, তার পুনরুজ্জীবনও বোঝায়। শুধু 'মনে রাখা'ই স্মৃতির পক্ষে যথেষ্ট নয়, 'মনে করা'ও স্মৃতির একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু কিভাবে আমরা অতীত অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুগুলিকে প্রতিরূপের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করি?

পুনরুজ্জীবন কাকে বলে

এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায়

...বিষয়বস্তুগুলিকে প্রতিরূপের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করি?

এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায় যে, সংরক্ষিত অভিজ্ঞতাসমূহ অভিভাবনের (suggestions) সাহায্যে পুনরুজ্জীবিত হয়। অভিভাবীয় শক্তির (suggestive force) দ্বারা অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব হয়। ধরা যাক, তাজমহলের কথা আমার মনে পড়লো। এর কারণ আমি বর্তমানে শাজাহানের নাম শুনছি। শাজাহানের নাম শোনার ফলেই তাজমহলের কথা আমার মনে পড়লো। অর্থাৎ 'শাজাহান' কথাটির প্রভাবের জন্যই 'তাজমহলের' কথা মনে পড়েছে। বর্তমান কোন অভিজ্ঞতার এরূপ প্রভাবকেই অভিভাবন বলে। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, অভিভাবন হল বর্তমান প্রত্যক্ষের অথবা ধারণার সেই শক্তি বা প্রভাব, যা আসংজ্ঞানে সংরক্ষিত অপর একটি অভিজ্ঞতার চিহ্নকে প্রতিরূপের আকারে চেতনলোকে তুলে আনে।

অভিভাবনের সাহায্যে পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়

অভিভাবনের সংজ্ঞা

কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে বহু অতীত অভিজ্ঞতাই সংরক্ষিত আছে। তাহলে 'শাজাহান' নামটি অন্যান্য কোন কিছুর কথা পুনরুজ্জীবিত না করে শুধু তাজমহলের কথাই মনে পড়িয়ে দিল কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, শাজাহান ও তাজমহলের মধ্যে অনুষঙ্গ (association) আছে। বর্তমানের একটি বিষয় অভিভাবন হিসাবে কাজ করে অতীত একটি অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে যদি ওই দুটি বিষয় আমাদের মনের মধ্যে পরস্পর অনুষঙ্গবদ্ধ (associated) হয়ে থাকে। শাজাহানের কথায় শান্তিনিকেতনের কথা মনে পড়ে না, কিংবা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলে তাজমহলের কথা মনে পড়ে না। এর কারণ, এরা আমাদের মনে ওইভাবে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে নেই।

অনুষঙ্গের ফলে অভিভাবন কার্যকরী হয়

একটি প্রত্যক্ষরূপ এবং একটি প্রতিরূপ কিংবা দুটি প্রতিরূপ বা ধারণার মধ্যে যে সংযোগ থাকার ফলে তাদের মধ্যে একটির পক্ষে অপরটিকে আমাদের চেতনলোকে পুনরুত্থাপিত করার একটা প্রবণতা থাকে, সেই সংযোগকে অনুষঙ্গ (association) বলে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, অনুষঙ্গের মাধ্যমেই অভিভাবন কাজ করে। অনুষঙ্গের নিয়ম অনুসারে অভিভাবন পরিচালিত হয়। দুটি বিষয় আমাদের মনের মধ্যে যদি অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে না থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে একটি চেতনার সম্মুখে উপস্থিত থাকলেও তা কিছুতেই অপরটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে না। অর্থাৎ অভিভাবন অনুষঙ্গের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, কিভাবে অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় তা আলোচনা করলেই পুনরুদ্রেক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা যাবে।

অনুষঙ্গের সংজ্ঞা

দুটি অভিজ্ঞতার মধ্যে যদি নৈকট্য থাকে, কিংবা সাদৃশ্য থাকে কিংবা বৈপরীত্য থাকে, তাহলে ওই দুটি অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুটি অভিজ্ঞতার মধ্যে এই তিন প্রকার সংযোগের দিক থেকে অনুষঙ্গ সম্পর্কে তিনটি নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে, যথা,—(ক) নৈকট্য বা সান্নিধ্য সম্বন্ধীয় অনুষঙ্গ (Law of Contiguous Association), (খ) সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় অনুষঙ্গ (Law of Association by Similarity), (গ) বৈপরীত্য সম্বন্ধীয় অনুষঙ্গ (Law of Association by Contrast)।

অনুষঙ্গের তিনটি নিয়ম

(ক) নৈকট্য বা সান্নিধ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম (Low of Contiguity): দুই বা ততোধিক ঘটনা একসঙ্গে উপস্থাপিত হলে কিংবা একটির অব্যবহিত পরেই অপরটি উপস্থাপিত হলে তাদের প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং পরবর্তী সময়ে এদের মধ্যে যে কোন একটি অপরটিকে অভিভাবিত করতে পারে। যেমন—অতীতে শাজাহান ও তাজমহল, এই দুটি নাম একসাথে অনেকবার শোনার ফলে বর্তমানে শাজাহানের নাম শুনে তাজমহলের কথা মনে পড়ে। কালিদাসের নাম শুনে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র কথা মনে পড়ার কারণও এই। বিদ্যুৎ চমকালেই আমরা বজ্রনির্ঘোষের আশংকায় কানে আঙুল দিই। এক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ বজ্রনির্ঘোষের

নৈকট্য-অনুষঙ্গের ব্যাখ্যা

কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যেহেতু অতীত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, বিদ্যুৎ-চমকের অব্যবহিত পরেই বজ্রনির্ঘোষ শোনা গিয়েছে।

নৈকট্য-অনুষঙ্গ দু'ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। দুটি অভিজ্ঞতার মধ্যে স্থানগত নৈকট্য থাকার ফলে তারা অনুষঙ্গবদ্ধ হতে পারে। যেমন — চেয়ার এবং টেবিল স্থানের দিক থেকে পরস্পরের খুব কাছে বলে চেয়ারের কথা বললেই টেবিলের কথা মনে পড়ে। অনুরূপভাবে, দক্ষিণেশ্বর ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে স্থানগত নৈকট্য-অনুষঙ্গ থাকায় দক্ষিণেশ্বরের কথা মনে এলে তা শ্রীরামকৃষ্ণের কথাও মনে করিয়ে দেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও গোলদীঘি পরস্পরের সন্নিকটে বলে এদের আমরা একসাথে বহুবার দেখেছি। এর ফলে এদের মধ্যে নৈকট্য-অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে। এজন্যই একটি অপরটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

নৈকট্য-অনুষঙ্গের দুটি রূপ: স্থানগত নৈকট্য

আবার, দুটি অভিজ্ঞতার মধ্যে কালগত নৈকট্য থাকার ফলে তারা পরস্পর অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। যেমন— শীত ও বসন্তের মধ্যে সময়ের দিক থেকে ব্যবধান খুব কম থাকায় তাদের আমরা অতীতে বহুবার একটির পর অপরটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এর ফলে এদের মধ্যে নৈকট্য-অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এজন্যই শীতের কথা উঠলেই বসন্তের কথা মনে পড়ে যায়।

কালগত নৈকট্য

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। মনোবিদ্যায় যাকে অনুষঙ্গ বলা হয়, তা দুটি প্রত্যক্ষরূপের মধ্যেকার অনুষঙ্গ নয়। দুটি প্রত্যক্ষরূপের সম্বন্ধ অনুযায়ী মনের মধ্যে তাদের প্রতিরূপের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই সম্বন্ধকেই মনোবিদ্যায় অনুষঙ্গ বলা হয়।

প্রতিরূপের মধ্যে, অনুষঙ্গকে অনুষঙ্গই বলে

(খ) সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম (Law of Similarity): আমাদের অভিজ্ঞতায় দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে, সেই সব বিষয়বস্তুর প্রতিরূপও সাদৃশ্যের জন্য অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে একটি অপরটির কথা মনে করিয়ে দেয়। যেমন— অনুপস্থিত বন্ধুর ফটো দেখে তার কথা মনে পড়ে, যেহেতু ফটোর প্রতিকৃতির সাথে বন্ধুর চেহারার মিল আছে। নরেশের কথায় নরেনের কথা এসে যেতে পারে, যেহেতু নাম দুটির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কবিরা যে-সব রূপক অলংকার ব্যবহার করেন তার মূলেও সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নিয়মই কাজ করে। তাই, কোন সুন্দরী রমণীর কমনীয় চলনভঙ্গী দেখে ভারতীয় কবির মনে মরালের গমন ভঙ্গীর ছবি ফুটে ওঠে কিংবা চাঁদ দেখে কারও মুখের কথা মনে পড়ে।

সাদৃশ্য-অনুষঙ্গের ব্যাখ্যা

সাদৃশ্য প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। দুটি বিষয় যদি সব দিক থেকে অবিকল অভিন্ন হয়, তাহলে একটির পক্ষে অপরটিকে অভিভাবিত করা অসম্ভব। দুটি জিনিসের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য এবং কিছুটা ভিন্নতা থাকতে হবে, তবেই সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম তাদের মধ্যে কাজ করতে পারবে।

দুটি অভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ কার্যকর হয় না

(গ) বৈপরীত্য সম্বন্ধীয় নিয়ম (Law of Contrast): দুটি অভিজ্ঞতা যদি পরস্পর বিপরীত হয়, তা হলেও তাদের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হতে পারে এবং একটি অপরটির কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। যেমন — মানুষ দুঃখে পড়লে বিগত সুখের দিনগুলির কথা তার মনে পড়ে যায়। তেমনই, সাদার কথায় কালোর কথা মনে পড়ে, অমাবস্যার কথায় পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে। এসব ক্ষেত্রেই দুটি ধারণা পরস্পর বিপরীত বলেই তারা মনের মধ্যে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়েছে এবং একটি অপরটির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

বৈপরীত্য-অনুষঙ্গের ব্যাখ্যা

॥ ১১ ॥ অনুষঙ্গের নিয়মগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ (Relation between the Laws of Association)

অনুষঙ্গের তিনটি নিয়ম পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কোন কোন মনোবিদ আবার অনুষঙ্গের তিনটি নিয়মের সব ক'টিকেই মূল নিয়ম বলে স্বীকার করেন না।

বৈপরীত্য-অনুষঙ্গের নিয়ম কোন মূল নিয়ম নয়। এটি অংশতঃ নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম এবং অংশত সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নিয়মের উপর নির্ভরশীল। বৈপরীত্য সম্বন্ধে-যুক্ত ধারণা দুটিকে আমরা সাধারণতঃ একসঙ্গে চিন্তা করে থাকি। সাদা রঙের স্বরূপ ভাল ভাবে বুঝে নেবার জন্য একে কালো রঙের সাথে তুলনা করে কোথায় এর পার্থক্য তা বুঝে নিতে হয়।

বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ অংশত নৈকট্য-অনুষঙ্গের উপর নির্ভর-শীল। সেইজন্য তা মূল নিয়ম নয়

সুতরাং, সুস্পষ্ট অবধারণের জন্য আমরা সাধারণতঃ সাদা ও কালো, এই দুটি ধারণাকে একসঙ্গে চিন্তা করি। কাজেই, বৈপরীত্য সম্বন্ধীয় নিয়ম কিছুটা নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। আবার, সাদা এবং কালো উভয়েই রঙ্, অর্থাৎ একই শ্রেণীর অন্তর্গত বলে এদের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য (generic) বর্তমান। দুটি বিপরীত জিনিসের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য থাকে বলেই তাদের একটি অপরটিকে অভিভাবিত করে। এজন্যই সাদা বললে কালোর কথা মনে পড়ে, সুখের কথা মনে পড়ে না। আবার, সুখ বললে দুঃখের কথা মনে পড়ে, যেহেতু উভয়েই অনুভূতি শ্রেণীর অন্তর্গত। কাজেই বৈপরীত্য, সম্বন্ধীয় নিয়ম আংশিকভাবে সাদৃশ্যমূলক। এজন্যই বৈপরীত্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম কোন মূল নিয়ম নয়।

নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম এবং সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নিয়মের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এজন্যই মনোবিদগণ অনুষঙ্গের তিনটি নিয়মের পরিবর্তে যে কোন একটিকে মূল নিয়ম বলা যায় কিনা তা অনুসন্ধান করেছেন।

স্পেন্সার (Spencer) প্রমুখ মনোবিদগণের মতে যেহেতু নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম সাদৃশ্যের ভিত্তি ছাড়া কখনই কার্যকরী হয় না, সেহেতু সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মই মূল নিয়ম। ধরা যাক — আমার বন্ধুর নাম শুনে তার চেহারা মনে পড়ে গেল। এ ঘটনাকে সাধারণতঃ আমরা নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি। কিন্তু এখানে স্মরণ প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলে

দেখা যায় যে, বর্তমানে বন্ধুর নাম শুনলাম এবং বর্তমানে শোনা এই নামটি পূর্বে শোনা নামটি মনে করিয়ে দিচ্ছে, যেহেতু উভয় নামের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এখানে যে নামটি মনে পড়লো তার সাথে বন্ধুর চেহারা নৈকট্য-সম্বন্ধে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে আছে। এর ফলে বন্ধুর চেহারা মনে পড়েছে। সুতরাং, যাকে আমরা নৈকট্য-অনুষঙ্গের দরুন স্মরণক্রিয়া বলি, তার মধ্যে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গের ফলে পুনরুজ্জীবিত অংশটুকু সুস্পষ্ট নয় বলে নৈকট্য-অনুষঙ্গের অভিভাবনই প্রধান হিসাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

(James) প্রমুখ মনোবিদগণের মতে নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম অনুষঙ্গের

পুনরুজ্জীবিত অংশটুকু পু...

সম্মুখে উপস্থিত হয়।

অপর পক্ষে জেম্‌স্‌ (James) প্রমুখ মনোবিদগণের মতে নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম অনুষঙ্গের মূল নিয়ম, যেহেতু সাদৃশ্যের দরুন যা স্মরণ করা হচ্ছে বলে মনে হয়, তার মধ্যেও নৈকট্য-সম্বন্ধ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। সাদৃশ্য বলতে আংশিক অভিন্নতা ও আংশিক ভিন্নতা বোঝায়। অভিন্ন অংশটুকু সাদৃশ্য-অনুষঙ্গের দ্বারা এবং যে অংশে উভয়ের ভিন্নতা তা নৈকট্য-অনুষঙ্গের দ্বারা অভিভাবিত হয়। 'নরেশ' নামটি শুনে 'নরেন' নামটি মনে পড়ে গেলে আমরা বলে থাকি যে, সাদৃশ্যের জন্যই তা মনে পড়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্মরণক্রিয়াটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 'নরেশ' নামটির 'নরে' অংশটুকু সাদৃশ্যবশতঃ 'নরেন' নামটির 'নরে' অংশটুকুকে মনে করিয়ে দেয়। এই দ্বিতীয় 'নরে' অংশের সাথে 'ন' অংশটি নৈকট্য-সম্বন্ধে যুক্ত থাকায় 'নরেন' নামটি মনে পড়ে গিয়েছে। এখানে নাম দুটির মধ্যে যে অংশটুকু ভিন্নতাসূচক সেই অংশটুকুর অর্থাৎ আলোচ্য উদাহরণে 'ন' অংশটুকুর স্মরণ হওয়াই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা হয়েছে নৈকট্য-অনুষঙ্গের ফলে। অতএব, জেম্‌সের মতে নৈকট্য-সম্বন্ধীয় অনুষঙ্গের নিয়মটিই মূল নিয়ম।

জেমসের মতে নৈকট্য-অনুষঙ্গই মূল নিয়ম

এতক্ষণ যা আলোচনা করা হল তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অনুষঙ্গের কোন একটি নিয়মকে মূল নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কেননা, অনুষঙ্গের কোন্ নিয়মটি প্রধান ও মৌলিক তা নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ সাদৃশ্য-অনুষঙ্গকে নৈকট্য-অনুষঙ্গের উপর নির্ভরশীল, কেউ বা আবার নৈকট্য-অনুষঙ্গকে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গের উপর নির্ভরশীল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এর ফলে একটিকে অপরটি অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বলে গণ্য করা ভুল। অনুষঙ্গনীতি একটি ব্যাপকতর নিয়ম। নৈকট্য, সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য এরা এই ব্যাপক নিয়মের তিনটি দিকমাত্র। মনোবিদ হ্যামিল্টন (Hamilton) এইজন্য অনুষঙ্গের তিনটি নিয়মকে একটি ব্যাপকতর মূল নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি এই ব্যাপকতর নিয়মকে **'পুনঃসমাকলন নিয়ম'** (Law of Redintegration) বলে অভিহিত করেছেন। পুনঃসমাকলন নিয়মের মূল কথা হল আমাদের অভিজ্ঞতার একটি সামগ্রিক রূপ আছে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সাদৃশ্য অথবা নৈকট্য সম্বন্ধ আবিষ্কার করে আমাদের মন ওইসব বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে একটি সামগ্রিক রূপ দান করে মনের মধ্যে ধরে রাখে। পরবর্তী সময়ে এই সমগ্রতার কোন একটি অংশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হলে তা অতীতের সামগ্রিক

হ্যামিল্টনের পুনঃসমাকলন নিয়মই মূল অনুষঙ্গনীতি-এবং সাদৃশ্য ও নৈকট্য-অনুষঙ্গ এরই দুটি দিক মাত্র

অভিজ্ঞতাকেই স্মরণ পথে এনে দেয়।[৮] মনোবিদ স্টাউট (Stout)-এর মতে আমরা কতকগুলি ঘটনার প্রতি একই সঙ্গে মনোযোগ দিই বলে ওই সব বিভিন্ন ঘটনার অভিজ্ঞতা আমাদের মনের মধ্যে সুবিন্যস্ত হয়ে একটি সামগ্রিক রূপ লাভ করে।

মন্তব্য : প্রাচীনপন্থী মনোবিদগণ অনুষঙ্গবাদের (associationism) উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করতেন। আধুনিক মনোবিদগণ এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। আধুনিক মনোবিদগণ আমাদের অভিজ্ঞতাসমূহকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরমাণু হিসাবে গ্রহণ করার বিপক্ষে।

আধুনিক মনোবিদগণের অভিমত

তাঁদের মতে বাহ্য পরিবেশের সাথে মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। দুটি বিষয় আমাদের অভিজ্ঞতায় কয়েকবার একসঙ্গে উপস্থিত হলেই তাদের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয় না। বিষয়গুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যই তারা আমাদের অভিজ্ঞতায় অনুষঙ্গবদ্ধ হয়। বিষয়বস্তুর মধ্যে যে সংগঠন

আছে, সেই সংগঠন অনুসারে বিষয়বস্তু মনের মধ্যে স্থান না পেতেও পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মানসিক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুকে নতুন করে সাজিয়ে নিই। সুতরাং, কোন্ দুটি ঘটনা অনুষঙ্গবদ্ধ হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে আমাদের অভিজ্ঞতাকালীন মানসিক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর, কেবলমাত্র অনুষঙ্গ নীতির উপর নয়। আবার, আমরা যখন কোন অতীত অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করি, তখনও তা আমাদের তখনকার মানসিক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ পুনুরুদ্রেক বা পুনরুজ্জীবন নিছক যান্ত্রিক নয়। তাই বলে একথা মনে করলে ভুল হবে যে, আধুনিক মনোবিদগণ অনুষঙ্গবাদের কোন মূল্যই স্বীকার করেন না। মানসিক অনুষঙ্গ ঘটতে পারে না, একথা আধুনিক মনোবিদগণ কখনই বলেন না। তাঁরা শুধু বলেন যে, অনুষঙ্গ কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, তা বিষয়বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সংগঠন এবং আমাদের মানসিক অবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির উপর বেশ কিছুটা নির্ভরশীল। সুতরাং, স্মৃতি-প্রতিরূপ হিসাবে যা আমাদের চেতনায় পুনরুজ্জীবিত হয় তার মূলে অতীত অভিজ্ঞতা থাকলেও তা অতীত অভিজ্ঞতার হুবহু নকল নয়, তা অতীত অভিজ্ঞতার সদৃশ মাত্র।

॥ ১৮ ॥ বিস্মরণ ও এর কারণ (Forgetfulness and its causes)

আমরা অনেক বিষয় যেমন শিখি, তেমনই আবার অনেক শেখা জিনিস ভুলেও যাই। বিস্মরণ বা ভুলে যাওয়া একটি সর্বজনীন মানসিক ঘটনা। পূর্বে শিক্ষা করা হয়েছে এমন কোন জিনিস মনে করার ক্ষমতার স্থায়ী বা সাময়িক অভাবকেই বিস্মরণ বলা হয়। অর্থাৎ কোন জিনিস আমরা চিরতরে ভুলে যেতে পারি কিংবা সাময়িক ভুলে যেতে পারি। বিস্মৃতিকে আমরা সাধারণতঃ একটি ত্রুটি বা মন্দ জিনিস বলে মনে করি। কিন্তু বিস্মৃতি নিরঙ্কুশ মন্দ জিনিস নয়। বিস্মৃতি সর্বক্ষেত্রেই নিন্দার্হ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্মৃতি আশীর্বাদস্বরূপ। রিবো (Ribot) বলেছেন, স্মৃতির জন্যই বিস্মৃতির প্রয়োজন আছে। এটি একটি স্ববিরোধী উক্তির মত শোনালেও এর একটি তাৎপর্য আছে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতাকে স্মৃতিপটে ধরে রাখার জন্য অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসমূহকে ভুলে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। নতুবা অপ্রয়োজনীয় স্মৃতিভারে আমাদের মন এমন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে যে, আর কোন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবকাশ থাকবে না। সুতরাং, মনকে অপ্রয়োজনীয়

বিস্মরণ কাকে বলে

বিস্মরণ সর্বদাই নিন্দনীয় নয়

বিষয় থেকে মুক্ত করা দরকার। এ ছাড়াও, অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা—যেমন শোক, মনোমালিন্য ইত্যাদি—যত তাড়াতাড়ি বিস্মৃত হওয়া যায়, ততই মনের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু অনেক সময় আমরা প্রয়োজনীয় বিষয়ও বিস্মৃত হই। যা আমরা প্রয়োজন বোধে শিক্ষা করেছি তাও অনেক সময় ভুলে যাই। এর কারণ কি?

বিস্মৃতির কারণ: প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর মধ্যে যে সব গুণ থাকার জন্য তার প্রতিরূপ মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে, সেসব গুণের অভাবই হল বিস্মৃতির অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ। বিষয়বস্তুটি যদি সুস্পষ্ট এবং তীব্র না হয়, কিংবা সেটির যদি পুনরাবৃত্তি না হয় অথবা তা যদি সাম্প্রতিককালের না হয় কিংবা উক্ত বিষয়ের প্রতি আগ্রহের অভাববশতঃ মনোযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে উক্ত বিষয় মনের মধ্যে সংরক্ষিত হবে না। এর ফলে তা আমরা ভুলে যাব। সংক্ষেপে, বিষয়বস্তুটি সংরক্ষিত হয়নি বলে তার সম্পর্কে বিস্মরণ ঘটেছে। উদ্দীপকের এবংবিধ ত্রুটি ছাড়াও অন্যান্য কারণেও বিস্মৃতি ঘটতে পারে, যেমন—

review): কোন বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার

ঘটেছে। উদ্দীপকের একাধিক ক্রটি হয়...

(১) পর্যালোচনার অভাব (Lack of review): কোন বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার পর যদি তা নিয়ে আর কোন আলোচনা না করা হয়, তবে সেই বিষয়বস্তু আমরা বিস্মৃত হই। পর্যালোচনা না করলে বিষয়বস্তুটির সংযোগসূত্র ক্ষীণ হতে থাকে এবং কালক্রমে তার কোন চিহ্নই আর থাকে না। মনোবিদ এবিংহস্ (Ebbinghaus) দেখিয়েছেন যে, কোন কিছু শেখার পরই যদি তা পর্যালোচনা না করা হয়, তাহলে শেখার প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা উক্ত বিষয়ের প্রায় অর্ধেক অংশ ভুলে যাই।

(২) পশ্চাৎমুখী বাধ (Retroactive inhibition): কোন বিষয় শেখার অব্যবহিত পরেই অপর একটি ভিন্ন বিষয় শিখতে গেলে দ্বিতীয় বিষয়টির শিক্ষণ প্রথম বিষয়টির সংরক্ষণকে বাধা দেয়। একেই 'পশ্চাৎমুখী বাধ' বলে। দুটি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করার মধ্যে যদি সময়ের দিক থেকে বেশ কিছুটা ব্যবধান না রাখা হয়, তবে দেখা যাবে যে দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টির স্মরণ-ক্রিয়ার বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, অর্থাৎ প্রথম বিষয়টির কিছু কিছু অংশ সম্পর্কে বিস্মৃতি ঘটাচ্ছে।

(৩) আঘাত (Shock): অনেক সময় দেখা যায়, মস্তিষ্কে কোন আঘাতের দরুন বিস্মৃতি ঘটে। যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে, বোমার বিস্ফোরণের শব্দে মস্তিষ্কে আঘাত পেয়ে অনেক সৈনিক তাদের নাম-ধাম ইত্যাদি ভুলে গিয়েছে। এ ধরনের ঘটনাকে 'আঘাতজনিত অস্মার' (shock amnesia) অর্থাৎ আঘাতের দরুন আকস্মিক স্মৃতি বিলোপ বলা হয়।

(৪) অবদমন (Repression): ফ্রয়েড (Freud) অবদমনকেই বিস্মৃতির কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। নিজের অপরাধ কিংবা লজ্জাজনক কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা, যা আমাদের সচেতন সত্তার কাছে অতীব পীড়াদায়ক, তা চেতন মন থেকে নির্বাসিত হয়ে নির্জ্ঞানে অবস্থান করে। এর ফলে মুহূর্ত মধ্যে আমরা এসব ঘটনার অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হই। আবেগীয় বিপর্যয় এড়াবার জন্যই আমরা এ ধরনের অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যেতে চাই। ভুলে যাবার

এই ইচ্ছাই বিস্মৃতি ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ ফ্রয়েড বলেছেন যে, একটি রোগীর রোগ নির্ণয়ে ফ্রয়েড ভুল করেছিলেন এবং সেই রোগীটির নামও তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। রোগ নির্ণয়ে ভুল করা একটি অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও লজ্জাজনক ঘটনা। এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার কথা তিনি ভুলে যেতে চেয়েছিলেন বলেই তার সাথে জড়িত রোগীর নামও ভুলে গিয়েছিলেন। অনুরূপ কারণেই দেখা যায় যে, আমরা আমাদের পাওনার কথা বেশ মনে রাখতে পারি কিন্তু আমাদের দেনার কথা প্রায়ই ভুলে যাই।

(৫) ব্যবধান পূরণ (Closure) : গেস্টাল্ট মনোবিদগণের মতে যা সম্পূর্ণ বা সুসংগঠিত নয়, যা অসম্পূর্ণ, তা নিয়ে আমাদের মন কখনই তুষ্ট হয় না। বিবিধ পরীক্ষণের পর দেখা গিয়েছে যে, যে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে তা আমরা সহজেই ভুলে যাই। কিন্তু যে কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, যা এখন সম্পূর্ণ করতে হবে তার সম্পর্কে কদাচিৎ বিস্মৃতি ঘটে। কাজটি অসম্পূর্ণ থাকার দরুন তা সম্পূর্ণ করার জন্য মনের মধ্যে একটা চাড় থাকে। এই 'চাড়'-এর জন্যই উক্ত কাজটি আমাদের মনে থাকে।

(৬) **অনুষঙ্গ ও অভিভাবনের অভাব** (Lack of association and suggestion): উপযুক্ত অনুষঙ্গ ও অভিভাবনের অভাবেও বিস্মৃতি ঘটতে পারে। অনুষঙ্গ ও অভিভাবনের উপর অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক নির্ভর করে। দুটি অভিজ্ঞতার মধ্যে যদি উপযুক্ত অনুষঙ্গ স্থাপিত না হয়, কিংবা বর্তমান অভিজ্ঞতার যদি উপযুক্ত অভিভাবীয় শক্তি না থাকে, তবে বর্তমান অভিজ্ঞতা অতীতের অভিজ্ঞতাটির পুনরুদ্রেক ঘটাতে ব্যর্থ হতে পারে।

(৭) **আবেগজনিত বাধা** (Emotional blocking): আবেগজনিত উত্তেজনায় দেহ মন প্রবলভাবে আলোড়িত হলে অনেক সময় বিস্মরণ ঘটে। ভয়, উত্তেজনা কিংবা ঘাবড়ে যাওয়ার ফলে স্মরণক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। যে ব্যক্তি জীবনে প্রথম অভিনয় করতে নেমেছে সে তার ভূমিকা ভাল করে আয়ত্ত করা সত্ত্বেও মঞ্চভীতির (stage fright) জন্য তার পার্ট ভুলে যেতে পারে।

(৮) পরিবেশের পরিবর্তন (Change of environment): আমরা এক একটা বিশেষ পরিবেশে এক একটা বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরিবেশের পরিবর্তন হলে আমরা শেখা বিষয়টি ভুলে যাই। যেমন— নিজের ঘরে বসে একটি ছাত্র কোন বিষয় মুখস্থ করে সে সম্পর্কে নির্ভুল উত্তর লিখতে পারছে, কিন্তু সেই ছাত্রটিই ক্লাসে দশজনের সাথে বসে সেই শেখা বিষয়টি সম্পর্কে সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। এক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্তনের দরুন শেখা বিষয় সম্পর্কে বিস্মৃতি ঘটেছে।

(৯) দৈহিক অসুস্থতা (Bodily illness): দেহ যদি অসুস্থ থাকে, মস্তিষ্ক যদি ক্লান্ত থাকে, তাহলে আমরা আমাদের জানা জিনিসও মনে করতে গিয়ে দেখি যে, তা মনে করতে পারছি না। দীর্ঘকাল ধরে কোন মাদক দ্রব্য পান করলে মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়ে বিস্মৃতি ঘটিয়ে থাকে।

(১০) বাচনিক অনুষঙ্গের অভাব (Want of verbal association): মনোবিদ ওয়াট্‌সন (Watson)-এর মতে বাচনিক অনুষঙ্গের অভাব অথবা উপযুক্ত ভাষার অভাব বিস্মৃতি ঘটায়। শিশুকালের প্রথম দিকের ঘটনাগুলি যে আমরা স্মরণ করতে পারি না, তার কারণ হল শিশুকালে শিশুর ভাষার অভাব থাকে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণের জন্য বিস্মরণ ঘটতে পারে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ